দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ ... ২৩ ... ২০০২
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ...

হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন

সুদমুক্ত শিক্ষা ঋণের জন্য দরখাস্ত আহবান

হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন "মেধা লালন প্রকল্প"-এর অধীনে সুদমুক্ত শিক্ষা ঋণ প্রদানের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের শুধুমাত্র ২০০২ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করছে। ২৫ অক্টোবর ২০০২ তারিখের মধ্যে নির্দিষ্ট ফরমে দরখাস্ত পৌছাতে হবে। ৮/- টাকার ডাক টিকেট ও নিজ ঠিকানা যুক্ত ৯.৫০" X ৪.২৫" সাইজের ফেরত খাম সহ আগামী ১০ অক্টোবর ২০০২ তারিখের মধ্যে আবেদন করলে ডাকযোগে উক্ত ফরম পাঠানো হবে। অবগতির জন্য বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, একজনকে শুধুমাত্র একটি ফরমই দেয়া হবে।

নিম্নলিখিত শর্তাধীনে সুদমুক্ত শিক্ষা ঋণ প্রদান করা হবে ঃ-

১। বিজ্ঞান বিভাগ থেকে যারা পাশ করেছে তাদের ক্ষেত্রে, জেলা সদরে অবস্থিত স্কুলের জন্য নূন্যতম জিপিএ ৪.৪ হতে হবে এবং জেলা সদরের বাইরে অবস্থিত স্কুলের জন্য নূন্যতম জিপিএ ৪.২ হতে হবে। বিজ্ঞান বিভাগ ব্যতিত অন্যান্য বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা যারা জেলা সদর বা জেলা সদরের বাহিরে অবস্থিত স্কুল হতে পাশ করেছে তাদের ক্ষেত্রে নূন্যতম জিপিএ যথাক্রমে ৪.২ এবং ৪.০০ বিবেচনা করা হবে। জেলা সদরের বাহিরের স্কুল থেকে পাশ করা শুধুমাত্র মেয়েদের ক্ষেত্রে এই শর্তটি শিথিলযোগ্য।

২। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রতি মাসে ৫০০/- টাকা, স্নাতক, স্নাতকোত্তর পর্যায়ে প্রতি মাসে ৭৫০/- টাকা এবং মেডিকেল, প্রকৌশল ও কৃষি বিষয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ৮০০/- টাকা হারে ঋণ দেয়া হবে।

৩। এই ঋণ ছাড়াও প্রতি শিক্ষাবর্ষে বই ও শিক্ষা উপকরণের জন্য অনুদান দেয়া হবে, যা পরিশোধযোগ্য নয়। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের ৭০০/- টাকা ও মানবিক/বাণিজ্য বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের ৫০০/- টাকা এবং স্নাতক/স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সাধারণ বিষয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ১,০০০/- টাকা এবং মেডিকেল, প্রকৌশল এবং কৃষি বিষয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ২,০০০/- টাকা বাৎসরিক অনুদান হিসেবে দেয়া হবে।

৪। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা কোর্স সমাপ্তি পর্যন্ত (অর্থাৎ বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ বিষয়ে স্নাতকোত্তর এবং মেডিকেল বিষয়ে এমবিবিএস, কৃষি ও প্রকৌশল বিষয়ে বিএসসি চূড়ান্ত পরীক্ষা পর্যন্ত) এই ঋণ চালু থাকবে। তবে উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর-এ তিনটি পর্যায়ে যে কোন চূড়ান্ত পরীক্ষায় কেউ তৃতীয় বিভাগে পাশ করলে অথবা জিপিএ-এর ক্ষেত্রে ৩.০০ এর নীচে হলে এই ঋণ প্রদান বন্ধ করে দেয়া হবে।

৫। ঋণ গ্রহণকারীর শিক্ষাধারায় কোন বিরতি ঘটলে অথবা লেখাপড়ার ফলাফল অসন্তোষজনক হলে অথবা ঋণ সংক্রান্ত শর্তাবলী পালনে ব্যর্থ হলে ঋণ প্রদান বন্ধ করে দেয়া হবে। সেক্ষেত্রে উক্ত সময় পর্যন্ত গৃহীত সমুদয় ঋণ ৫ বছরের মধ্যে প্রতি বছর ৪টি কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে।

৬। এই ঋণ শিক্ষা সমাপ্তির দুই বছর পর হতে পরবর্তী পাঁচ বছরে প্রতি বছর ৪টি কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে।

৭। মেধা লালন প্রকল্পের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীদের ঋণ প্রাপ্তিকালীন সময়ে ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত পাঠক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমে অবশ্যই অংশগ্রহণ করতে হবে। যে কোন ছুটির সময় পাঠক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের যে কোন স্থানে থাকা প্রয়োজন হতে পারে। পাঠক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় খরচ ফাউন্ডেশন বহন করবে। ছাত্রীরা গ্রামীণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে না পারলে তাদের জন্য বিকল্প কার্যক্রম নেয়া হবে এবং সেই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ তাদের জন্য বাধ্যতামূলক থাকবে।

৮। এই ঋণ পরিশোধযোগ্য দেনা হিসেবে বিবেচিত হবে। পিতা/অভিভাবক এবং ঋণ গ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক যৌথভাবে ঋণ পরিশোধের অংগীকারপত্র প্রদান ছাড়া কোন জামিন/নিশ্চিতকরণ-এর প্রয়োজন হবে না।

ছাত্র-ছাত্রীদের বাছাই ও নির্বাচন এবং এই প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোন ব্যাপারে ফাউন্ডেশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। কোন প্রকার তদবির/সুপারিশ প্রার্থীর অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে। প্রাথমিকভাবে যারা নির্বাচিত হবে, শুধুমাত্র তাদেরকেই চূড়ান্ত নির্বাচনের জন্য ডাকা হবে। যারা প্রাথমিক নির্বাচনে বাদ পড়বে তাদেরকে আলাদাভাবে কোন চিঠি দিয়ে জানানো হবে না।

নির্বাহী পরিচালক
হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন
৯/৪, ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।